সিএমপি সেন্টার এন্ড স্কুলকে ন্যাশনাল ষ্ট্যান্ডার্ড প্রদান ২০১৭ উপলক্ষে কুচকাওয়াজ

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

২৩ নভেম্বর ২০১৭, বৃহস্পতিবার, সিএমপিসিএন্ডএস, সাভার সেনানিবাস, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

তিন বাহিনীর প্রধানগণ,

সামরিক অফিসার ও সদস্যবৃন্দ এবং

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম।

আজকে সাভার সেনানিবাসে আয়োজিত কোর অব মিলিটারি পুলিশ সেন্টার এন্ড স্কুল এর ন্যাশনাল ষ্ট্যান্ডার্ড প্রদান প্যারেডে যোগ দিতে পেরে আমি আনন্দিত।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নবগঠিত বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী অগ্রযাত্রা শুরু করেছিল।

শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ এবং ২-লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে।

আমি গভীর বেদনা ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে শহিদ আমার মা, তিন ভাইসহ পরিবারের সদস্যদের।

স্মরণ করছি মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে সশস্ত্রবাহিনীর শহিদ সদস্যদের এবং সিএমপি কোরের ১৭ জন শহিদ সদস্যদের।

স্মরণ করছি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে শাহাদাতবরণকারী সেনাসদস্যদের।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর দীর্ঘ ২৩ বছরের স্বাধিকার আন্দোলন, সংগ্রাম এবং সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীনতা। আমরা পেয়েছি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

জাতির পিতা আজীবন স্বপ্ন দেখেছিলেন সুখী, সমৃদ্ধ বাংলাদেশের। তিনি সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে সাথে নিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন দেশকে পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশকে মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে উন্নয়নের পথে নিয়ে যান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

জাতির পিতা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সুরক্ষায় শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছিলেন। ১৯৭২ সালে ১ম মিলিটারি পুলিশ ইউনিট গঠন করেন।

তাঁরই হাত ধরে ১৯৭৪ সালের ১১ জানুয়ারি ৪টি মিলিটারি পুলিশ ইউনিট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে 'কোর অব মিলিটারি পুলিশ' বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য শৃঙ্খলার আদর্শ নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বপ্ন বাস্তবায়নের ক্রমধারায় আজ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিশ্ব দরবারে একটি সুশৃঙ্খল ও আধুনিক সেনাবাহিনী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত আমাদের সেনাবাহিনী দেশের আস্থা ও গর্বের প্রতীক। দেশপ্রেমিক ও পেশাদার এই বাহিনী দেশের ভূখন্ড ও সার্বভৌমত্ব সুরক্ষার পাশাপাশি দেশের যেকোন প্রয়োজনে সর্বদাই সর্বোচ্চ আস্থা ও শৃঙ্খলার মাধ্যমে নিজেদের নিবেদিত করে।

সুধিবৃন্দ,

আমরা একটি আধুনিক, যুগোপযোগী ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠনের লক্ষ্যে জাতির পিতা প্রণীত ১৯৭৪ সালের প্রতিরক্ষা নীতির আলোকে আর্মড ফোর্সেস গোল-২০৩০ প্রণয়ন করেছি। বিশ্বমানের অত্যাধুনিক সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে

সেনাবাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো বিন্যাস ও পরিবর্তনের পাশাপাশি আধুনিকায়নের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীকে অত্যাধুনিক যুদ্ধসরঞ্জাম দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে।

সিলেট এবং কক্সবাজার জেলার রামুতে পদাতিক ডিভিশন গঠন করা হয়েছে। বরিশাল জেলার লেবুখালিতে আরও ১টি পদাতিক ডিভিশন গঠনের কাজ অচীরেই শেষ হবে।

সিএমপি সেন্টার এন্ড স্কুল এর আধুনিকায়নেও আমরা গুরুত্ব প্রদান করেছি। আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনিক সুবিধা সম্বলিত আধুনিক এই কমপ্লেক্স নির্মাণ করে দিয়েছি।

নতুন দুইটি এমপি ইউনিট প্রতিষ্ঠা, সকল এমপি ইউনিটের অধিনায়কের র‍্যাংক মেজর হতে লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ উন্নয়ন এবং আধুনিক সরঞ্জাম ও যানবাহন দ্বারা এমপি ইউনিটসমূহকে সুসজ্জিত করা হয়েছে।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,

মিলিটারি পুলিশ কোর সেনাবাহিনীতে সামরিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করার ব্রত নিয়ে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এ প্রতিষ্ঠান সেনাবাহিনীর মিলিটারি পুলিশসহ অন্যান্য বাহিনী ও বন্ধুপ্রতিম দেশসমূহের সদস্যদের উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে।

এই প্রতিষ্ঠান বন্ধুপ্রতিম দেশের অফিসারসহ বিমান বাহিনী, নৌ বাহিনী, কোষ্ট গার্ড এবং বিজিবি, আনসার ও কারা অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্যদের সফলভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

পাশাপাশি উচ্চতর তদন্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ সেনাসদস্য তৈরীতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

সুধিবৃন্দ,

নবনির্মিত এই কমপ্লেক্স ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে আরও সফলতা অর্জন করবে, এমনকি বহির্বিশ্বেও স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে।

আধুনিকায়ন ও পেশাদারিত্ব বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নের এই ধারা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে এবং সেনাসদস্যদের আরও নিষ্ঠার সাথে দেশমাতৃকার কাজে উদ্বুদ্ধ করবে।

ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড প্রাপ্তির মাধ্যমে যে বিরল স্বীকৃতি ও গৌরব আজ আপনারা অর্জন করলেন, তা ভবিষ্যতে নিষ্ঠা ও উদ্দীপনার সাথে কাজ করার প্রেরণা যোগাবে।

সুধিমন্ডলী,

আমাদের সরকার দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিরলসভাবে আত্মনিবেদিত হয়ে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের সার্বিক উন্নয়ন সাধনে আমরা সফল হয়েছি।

বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের সর্বজনীন মডেল।

আমরা ইতোমধ্যেই নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছি।

অর্থনৈতিক অগ্রগতির সূচকে বিশ্বের শীর্ষ ৫টি দেশের একটি আজ বাংলাদেশ।

ধারাবাহিকভাবে ৬.৫ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি ধরে রেখে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছি। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭ দশমিক ২৮ শতাংশ।

জনগণের মাথাপিছু আয় বেড়ে আজ ১৬শ ১০ ডলার হয়েছে।

দারিদ্র্যের হার ২০০৫-০৬ সালে ছিল ৪১.৫ শতাংশ। এখন তা হ্রাস পেয়ে হয়েছে ২২.৪ শতাংশ। অতি দারিদ্র্যের হার ২৪.২৩ শতাংশ থেকে ১২ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে।

পৌনে নয় বছরে দেশ-বিদেশে কমপক্ষে দেড় কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। ৫ কোটি মানুষ নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে।

সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে।

বর্তমানে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রায় ১৫ হাজার ৮২১ মেগাওয়াট। ৮০ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। ইনশাআল্লাহ ২০২১ সালের মধ্যে আমরা ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিব।

শিক্ষার্থীরা বিনামূল্যে বই পাচ্ছে। গরীব মানুষ বিনা টাকায় ৩০ পদের ঔষধ পাচ্ছে।

আমরা ফাস্ট ট্রাক প্রকল্প গ্রহণ করেছি। গভীর সমুদ্রবন্দর, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, মেট্রোরেল প্রকল্প, আন্তঃদেশীয় রেল প্রকল্প এবং এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ও কর্ণফুলি নদীর তলদেশে দেশের প্রথম টানেল নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে।

সকল ষড়যন্ত্র মিথ্যা প্রমাণ করে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করছি। ইনশাআল্লাহ ২০১৮ সালের মধ্যেই সেতুতে যান চলাচল করবে।

আগামী ৩০ নভেম্বর রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মূল নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করা হবে।

এ প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন হলে আমাদের অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হওয়ার পাশাপাশি জনগণের জীবনমান বৃদ্ধি পাবে।

আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ,

আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন, এ বছরের ২৫ আগস্ট থেকে মায়ানমার থেকে বিতাড়িত ছয় লক্ষাধিক নাগরিক সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।

নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মানবিক কারণে আমরা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছি, খাবার-চিকিৎসাসহ নানা ধরনের সেবা দিয়ে যাচ্ছি।

আমি জাতিসংঘের ৭২তম সাধারণ অধিবেশনের ভাষণে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে ৫ দফা প্রস্তাব উপস্থাপন করেছি।

মিয়ানমারকে অবশ্যই বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে হবে।

আমি বিশ্বাস করি, আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিকভাবে এই সমস্যার একটি কূটনৈতিক সমাধান এ অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি আনতে সাহায্য করবে।

বিশ্ব সম্প্রদায় আমাদের মানবিক ও কূটনৈতিক পদক্ষেপের ভূয়সী প্রশংসা করেছে।

জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের সব ধরণের সহায়তায় সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা বহুল প্রশংসিত হয়েছে।

প্রিয় সুধিবৃন্দ,

বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন বৈদেশিক মিশনে আমাদের সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাদের আত্মত্যাগ, কর্তব্যনিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য বয়ে আনছে সম্মান ও মর্যাদা।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে শান্তিরক্ষায় বাংলাদেশ এখন একটি ‘ব্র্যান্ড নেম’ যা আমাদের জন্য অত্যন্ত গৌরবের। এজন্য আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

সেবা ও কর্তব্যপরায়ণতার মাধ্যমে সেনাবাহিনীর সদস্যরা জনগণের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং সমগ্র জাতির আস্থা ও ভালবাসা অর্জন করেছে।

সাম্প্রতিক সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগে দায়িত্বশীলতা ও সহমর্মিতার সাথে দুর্গতদের সাহায্য, সহযোগিতা করে সশস্ত্র বাহিনী অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

দেশের গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক ধারা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি জনকল্যাণমূলক কাজে ভবিষ্যতেও সেনাবাহিনীকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে হবে।

প্রিয় অতিথিবৃন্দ,

আজ একটি সুশৃঙ্খল ও মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ উপহার দেওয়ার জন্য আমি আপনাদেরকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আমাকে মহতী এ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য সেনাবাহিনী প্রধান এবং কমান্ড্যান্ট সিএমপি সেন্টার এন্ড স্কুল ও এমপি কোরের সকল সদস্যকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...